দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 SEP 2005

আইইউটির সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী

মুসলমানদের বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে

॥ গাজীপুর থেকে মুজিবুর রহমান ॥

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচার-প্রচারণা মোকাবেলার লক্ষ্যে মুসলিম বিশ্বে বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অর্থ তহবিল গঠন এবং একটি শক্তিশালী মিডিয়া নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি ওআইসির সচ্ছল দেশগুলোকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী এসব উদ্যোগে সহযোগিতা দেবো।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন শতকে প্রযুক্তি, প্রকৌশলসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন (১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী (প্রথম পৃঃ পর)

শাখায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। অর্জিত হয়েছে অভাবনীয় অগ্রগতি। অনেক দেশ এর সদ্ব্যবহার করে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আমাদেরকেও সেই পথ অনুসরণ করতে হবে। আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল ও তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে, টিকে থাকতে হলে, এগিয়ে যেতে হলে বিশ্বমানের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মূল ধারার সাথে আমাদের সম্পৃক্ত হতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল মঙ্গলবার গাজীপুরে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) ১৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। স্বাগত ভাষণ দেন আইইউটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম ফজলে এলাহী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার এম আহসান হাবিব। বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান, শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক, শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান অতিথি ছিলেন। ওআইসির মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন সহকারী মহাসচিব রাষ্ট্রদূত আলী আকবর সালেহী। প্রধানমন্ত্রী আইইউটিতে বিভিন্ন কোর্সে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা প্রাপ্ত বাংলাদেশসহ ১২টি দেশের ১৭১ জন শিক্ষার্থীকে সনদপত্র প্রদান করেন। বিশেষ কৃতিত্বের জন্য বাংলাদেশের ছাত্র মোঃ রুহুল আমিনকে ওআইসি স্বর্ণপদক এবং বাংলাদেশের ছাত্র গোলাম সারওয়ার, মুইনুল হাসান ভানসা ও এসএম ফয়সালকে আইইউটি স্বর্ণপদক প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীকে আইইউটির ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী ও অতিথিবর্গ, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ সমাবর্তন গাউন পরে প্রশাসনিক ভবন থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত হন। প্রধানমন্ত্রী পরিচালনা পরিষদের ৩১তম সভা উদ্বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদেরকে সমৃদ্ধি ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বিশেষভাবে জোর দিতে হবে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীতে। মুসলিম দেশগুলোকে এক্ষেত্রে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে। আজ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল বিভ্রান্তিকর প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব ও দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেই কেবল এসব প্রচারণার সমুচিত জবাব দেয়া সম্ভব। এজন্য মুসলিম দেশগুলোর সমঝোতা, সংহতি, ঐক্য খুবই জরুরী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত দু'দশকে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিতে দক্ষ ও মানসম্পন্ন জনশক্তি তৈরী করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান ইউরোপীয় ইউনিয়নের এশিয়া লিংক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছে। নিরলস প্রচেষ্টায় এই বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারবে বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দুই দশকে অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ ও সঠিক সময়ে কোর্স সমাপনে আইইউটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। আশা করবো, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায় বিশ্বমানের কেন্দ্র হিসেবে এটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে ওআইসিভুক্ত সচ্ছল দেশসমূহ আরো উদারভাবে এগিয়ে আসবে।

শহীদ জিয়া সংক্রান্ত গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী গতকাল তাঁর কার্যালয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ওপর একটি গবেষণা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। নাজিমুদ্দিন আলম এমপি ও জাহিদুল ইসলাম জিনু সম্পাদিত গ্রন্থটির নাম হচ্ছে 'রাজনীতির দার্শনিক জিয়া'। অনুষ্ঠানে সম্পাদকদ্বয় উপস্থিত ছিলেন।